রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ২৫, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

[সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৪ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৫৮.১৭-১৯৯—যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের এস, আর, ও নং ১৬-আইন/২০১৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দক্ষিণ বারইবাড়ি, ডোমনা, শিবরামপুর, পশ্চিম পানিশাইল, দক্ষিণ পানিশাইল এবং ডোমনাগ-এই ৬ (ছয়) টি মৌজা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন ৯০৪৪/২০১৫ দায়ের করা হয়। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট Respondents-দেরকে আদেশ প্রদান করেন, এবং

২। যেহেতু, মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে বর্ণিত ৬ (ছয়) টি মৌজার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য ও দলিলপত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের ১০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৫৮. ১৭.৭০৪ নং স্মারকমূলে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, গত ০২ ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক pij-5/78(1)MHA (Police-1)/836 মূলে বর্ণিত মৌজাসমূহ ঢাকা জেলার সাভার থানা হতে Transfer করে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর প্রশাসনিক থানায় অন্তর্ভুক্ত হয়। থানা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর এর ১১ আগস্ট ১৯৯৬ তারিখের থাঃনিঃ/গাজীঃ/৯৬-৫১৬ মূলে উক্ত ৬ টি মৌজা গাজীপুর জেলাধীন কাশিমপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডভুক্ত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের এস, আর, ও নং ২৯-আইন/২০১২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে কাশিমপুর ইউনিয়নকে গাজীপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের এস, আর, ও নং ১৬-আইন/২০১৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তৎকালীন টঙ্গী ও গাজীপুর পৌর এলাকা নিয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর বর্ণিত ৬ (ছয়) টি মৌজার

মূল্য : টাকা ৪.০০

জনগণ জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাসিন্দা হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। বর্ণিত ৯০৪৪/২০১৫ নং রিট আবেদনের সাথে Annexure-F ও Annexure-G হিসেবে যথাক্রমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, সাভার এর একটি প্রতিবেদন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার একটি পত্র মাননীয় আদালতে দাখিল করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর প্রতিবেদনটি স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রণীত। কিন্তু, এর স্বপক্ষে কোন দালিলিক তথ্য, যেমন: ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, ভূমি হস্তান্তর/ক্রয়-বিক্রয়ের দালিলিক প্রমাণাদি দাখিল করা হয়নি। উক্ত ৬ (ছয়) টি মৌজা গাজীপুর প্রশাসনিক জেলা এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

৩। যেহেতু, গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবরে রিট পিটিশন ৯০৪৪/২০১৫ দায়েরকারীর একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব এ কে এম আফতার হোসেন প্রামাণিক, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে সভাপতি করে পুনরায় ৩ (তিন) সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বর্ণিত ৬টি মৌজার মধ্যে ৩টি মৌজা (ডোমনা, ডোমনাগ ও দক্ষিণ বারইবাড়ী) ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের কলতাসুতী মৌজা সংলগ্ন। এ ৩ (তিন) টি মৌজার কতিপয় ব্যক্তি শিমুলিয়া ইউনিয়নের কলতাসুতী মৌজার বাসিন্দা পরিচয় দিয়ে সাভার উপজেলা হতে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন। রিট আবেদনকারীর ভোটার তালিকায়ও তাঁর ঠিকানা কলতাসুতী, উপজেলা: সাভার, জেলা: ঢাকা মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তিনি নিজেকে ডোমনাগ মৌজার অধিবাসী হিসেবে দাবী করলেও এর সঠিকতা পাওয়া যায়নি। এ ৬ (ছয়) টি মৌজারই ভূমির নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম গাজীপুর জেলাতেই সম্পন্ন হয়। এ প্রতিবেদনেও সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, বর্ণিত ৬ (ছয়) টি মৌজা গাজীপুর প্রশাসনিক জেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত।

৪। যেহেতু, বর্ণিত দু'টি তদন্ত প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা ও যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের এস, আর, ও নং ১৬-আইন/২০১৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তৎকালীন টঙ্গী ও গাজীপুর পৌর এলাকা সমন্বয়ে (বর্ণিত ৬টি মৌজাসহ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ৬টি মৌজা প্রকৃতপক্ষেই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত।

৫। এমতাবস্থায়, রিট পিটিশন ৯০৪৪/২০১৫ মূলে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ যথাযথ প্রতিপালনকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ১৬-আইন/২০১৩ নং, তারিখ: ১৬ জানুয়ারি ২০১৩, রিট আবেদনের সাথে দাখিলকৃত Annexure-F ও Annexure-G তদন্ত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও দালিলিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে গাজীপুর প্রশাসনিক জেলাধীন দক্ষিণ বারইবাড়ি, ডোমনা, শিবরামপুর, পশ্চিম পানিশাইল, দক্ষিণ পানিশাইল এবং ডোমনাগ-এই ৬ (ছয়) টি মৌজা আইনগতভাবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত-মর্মে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহমুদুল আলম
উপসচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd